দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 2 8 JAN 1987
পৃষ্ঠা 3 কলাম 2

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

7

বরিশাল মেডিক্যাল কলেজের হাল অবস্থা

2 8 JAN 1987

বরিশাল, ২৭শে জানুয়ারী (নিজস্ব প্রতিনিধি)—বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজে শতকরা ৩৩ ভাগ শিক্ষকের পদ শূন্য রহিয়াছে। কলেজের বিভিন্ন বিভাগে মোট পদের সংখ্যা ৮৭টি। শূন্যপদের সংখ্যা ২৯টি।

কলেজ অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ পদ দুইটিও শূন্য। ফারমাকোলোজী বিভাগের অধ্যাপক এইচ আর আনসারী অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করিতেছেন। শিক্ষকের পদ শূন্য থাকায় শল্য বিভাগে বেশী সমস্যা দেখা দিয়াছে। এই বিভাগের চারটি পদের মধ্যে বাস্তবে একজন মাত্র শিক্ষক কর্মরত রহিয়াছেন। কাগজে-কলমে আর একজন শিক্ষক থাকিলেও তিনি কদাচিৎ এইখানে আসেন। তবে তিনি নিয়মিত বেতন পাইতেছেন। অর্থপেডিক্স বিভাগের একজন সহযোগী অধ্যাপক কাগজে-কলমে এইখানে যোগদান করিয়াছেন; কিন্তু অন্যত্র থাকেন। তিনিও নিয়মিত বেতন গ্রহণ করিতেছেন। গাইনী বিভাগের একজন শিক্ষক এইখানে বদলি হইলেও আজ পর্যন্ত কাজে যোগদান করেন নাই। এই বিভাগে মাত্র একজন শিক্ষক এখন কর্মরত। রক্ত সঞ্চালন বিভাগের দুইটি পদই শূন্য। ফিজিওথেরাপী বিভাগে কোন শিক্ষক নাই। অন্যদিকে এই মেডিকেল কলেজে রেডিওথেরাপী বিভাগ না থাকিলেও দুইজন শিক্ষক রহিয়াছেন। কাজ না থাকায় তাঁহারা ঢাকায় চলিয়া গিয়াছেন।

শিক্ষক সঙ্কট বিরাজ করায় একদিকে কলেজের শিক্ষার পরিবেশ ব্যাহত হইতেছে, অন্যদিকে চিকিৎসাক্ষেত্রে অচলাবস্থা দেখা দিয়াছে। কলেজ সংলগ্ন হাসপাতালে এখন গুরুতর সমস্যা দেখা দিয়াছে। সার্জারী বিভাগে রোগীদের 'ভীড়' সবচাইতে বেশী। একজন চিকিৎসকের

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

বরিশাল মেডিক্যাল

(৩য় পৃঃ পর)

পক্ষে রোগী সামলানো অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

কলেজ হাসপাতাল

কলেজ হাসপাতালের অবস্থাও নাজুক। হাসপাতালের ৩২টি পদের মধ্যে ১২টি শূন্য রহিয়াছে। পরিচালক ও উপ-পরিচালক পদ খালি। পরিচালক সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। উপ-পরিচালক পদে দীর্ঘদিন ধরিয়া কোন লোক নাই। একজন অধ্যাপক এখন পরিচালকের দায়িত্ব পালন করিতেছেন। এতগুলি পদ শূন্য থাকায় হাসপাতালের প্রশাসনিক ও চিকিৎসাক্ষেত্রে অচলাবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে।